গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকারের মধ্যে ফারাক্কায় গংগা নদীর পানি বন্টন বিষয়ে চুক্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রজাতন্ত্রী ভারত সরকার,

দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক প্রসার এবং সুদৃঢ় করার বিষয়ে সংকল্পবদ্ধ হয়ে,

নিজেদের দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়নের বিষয়ে অভিন্ন ইচ্ছা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে,

পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক নদ নদী সমূহের পানি বন্টনের বিষয়ে এবং বন্যা ব্যবস্থাপনা, সেচ, নদী অববাহিকা উন্নয়ন এবং পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের পানি সম্পদ এর সুষ্ঠু ব্যবহার করে দুই দেশের জনসাধারণ এর পারস্পরিক উপযোগ সাধনের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে,

পরস্পরের চাহিদা পূরণের বিষয়ে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ফারাক্কায় গংগা নদীর পানি বন্টনের ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং দুই দেশের জনসাধারণের পারস্পরিক স্বার্থে গংগা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধি করণের বিষয়ে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে,

বর্তমান চুক্তিতে যে বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তা ছাড়া দুই দেশের স্ব স্ব অধিকার ও দাবীর ক্ষেত্রে ব্যত্যয় হবে না কিম্বা আইনের সাধারণ নীতিমালার সূত্র হিসাবে পরিগণিত হবে না কিম্বা ভবিষ্যতে নজির হিসাবে ব্যবহৃত হবে না, এমন ব্যবস্থাধীনে গংগা বিষয়ক সমস্যার একটি ন্যায়সংগত ও সঠিক সমাধানের বিষয়ে আকাঙ্খিত হয়ে,

সম্মত হচ্ছে যে ঃ

অনুচ্ছেদ - ১

ভারত কর্তৃক অবমুক্তিয় বাংলাদেশের জন্য স্থিরীকৃত নির্দিষ্ট পরিমান পানি ফারাক্কায় অবমুক্ত হবে।

অনুচ্ছেদ - ২

(১) প্রতি বছরের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে মে পর্যন্ত ১০ দিনওয়ারী ভিত্তিতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ফারাক্কাতে গংগা নদীর পানি সংলগ্নি ১ এ প্রদত্ত সূত্র অনুসারে বন্টন করা হবে , এবং সংলগ্নি ১ অনুসারে পানি বন্টনের ফলশ্রুতি সংলগ্নি ২ এ একটি নির্দেশনামূলক তফশিলে প্রদত্ত হয়েছে।

(২) অনুচ্ছেদ ১ এ যে নির্দেশনামূলক তফশিল উল্লিখিত এবং যা সংলগ্নি ২ এ দেয়া হয়েছে তার ভিত্তি হল বিগত ৪০ বৎসরের (১৯৪৯-৮৮) ব্যাপ্তিতে ফারাক্কায় দশ-দিনওয়ারী পানি প্রবাহের গড় লভ্যতা। উপরোল্লিখিত ৪০ বৎসরের গড় লভ্যতা মত ফারাক্কায় পানির প্রবাহ সংরক্ষণ করতে উজানের দেশ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে।

(৩) যদি কোন অবস্থায় যে কোন একটি দশ দিনকালে ফারাক্কায় পানির প্রবাহ ৫০,০০০ কিউসেকের নীচে নেমে যায়, তাহলে দু'দেশ অবিলম্বে পারস্পরিক আলোচনায় মিলিত হবে, যার ফলে জরুরীভাবে, সমতা, ন্যায়ানুগতা এবং পারস্পরিক ক্ষতি না করার নীতির ভিত্তিতে প্রবাহের বন্টনে সাজুস বিধান করা হবে।

অনুচ্ছেদ - ৩

অনুচ্ছেদ ১ অনুসারে ফারাক্কাতে বাংলাদেশের জন্য যে পানি অবমুক্ত হবে তা পরে ফারাক্কার নীচে কমানো হবে না; তবে যুক্তিসংগত ব্যবহারের জন্য ভারত ফারাক্কা এবং যে স্থান থেকে গংগা নদীর দুই ধার বাংলাদেশের ভূখন্ডের ভেতরে পড়ছে, সেই স্থান পর্যন্ত অনধিক ২০০ কিউসেক পানি নিতে পারবে।

অনুচ্ছেদ - ৪

এই চুক্তি স্বাক্ষরের পরবর্তী কালে দুই সরকার সমসংখ্যক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করবে (এর পরে যা যৌথ কমিটি নামে অভিহিত হবে)। যৌথ কমিটি ফারাক্কা এবং হার্ডিঞ্জ ব্রীজে উপযুক্ত টীমের মাধ্যমে ফারাক্কায় ব্যারাজের নীচে, ফিডার ক্যানালে এবং নেভিগেশন লকে, এবং হার্ডিঞ্জ ব্রীজে দৈনিক প্রবাহ পর্যবেক্ষণ এবং রেকর্ড করবেন।

অনুচ্ছেদ - ৫

যৌথ কমিটি তাদের নিজস্ব কার্য পদ্ধতি ও কার্য প্রণালী নির্ধারণ করবেন।

অনুচ্ছেদ - ৬

যৌথ কমিটি সংগৃহিত সকল উপাত্ত দুই সরকারের নিকট পেশ করবেন এবং দুই সরকারের কাছে একটি বার্ষিক প্রতিবেদন দেবেন। এই প্রতিবেদন পেশ করার পর দুই সরকার প্রয়োজন অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে যথাযথ পর্যায়ে সভায় মিলিত হবেন।

অনুচ্ছেদ - ৭

এই চুক্তির ব্যবস্থাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যৌথ কমিটি দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থাদি বাস্তবায়ন এবং ফারাক্কা ব্যারাজ পরিচালনায় অসুবিধা দেখা দিলে তা পরীক্ষা করবেন। এ বিষয়ে কোন মতপার্থক্য ও মত বিরোধ দেখা দিলে এবং যৌথ কমিটি তা নিস্পত্তিতে অসমর্থ হলে, তা ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের কাছে উপস্থাপিত হবে। এর পরও যদি কোন মতপার্থক্য ও বিরোধ নিস্পত্তিহীন থাকে তবে তা দু'সরকারের নিকট উপস্থাপিত হবে এবং দুই সরকার জরুরী ভিত্তিতে যথোপযুক্ত পর্যায়ে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে এসবের সমাধানের জন্যে আলোচনায় মিলিত হবেন।

অনুচ্ছেদ - ৮

দুই সরকার শুষ্ক মওসুমে গংগা নদীর পানি প্রবাহ বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সমাধানের জন্য সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করছেন।

অনুচ্ছেদ - ৯

সমতা, ন্যায়ানুগতা এবং পারস্পরিক ক্ষতি না করার নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে দুই সরকার অন্যান্য অভিন্ন নদীসমূহের পানি বন্টনের বিষয়ে চুক্তিতে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে সম্মত হয়েছেন।

অনুচ্ছেদ - ১০

এই চুক্তির অধীনে পানি বন্টনের ব্যবস্থা দুই সরকার কর্তৃক প্রতি পাঁচ বৎসর পরপর পর্যালোচনা করা হবে অথবা কোন এক পক্ষের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে এর আগেও পর্যালোচনা করা হবে এবং সমতা, ন্যায়ানুগতা ও পারস্পরিক ক্ষতি না করার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয়ভাবে সাজুসকৃত করা যাবে। এই চুক্তির ব্যবস্থা সমূহের কার্যকারিতা ও প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করার নিমিত্ত যে কোন পক্ষ দুই বৎসর পর প্রথম পর্যালোচনা আহ্বান করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ - ১১

চুক্তিকালীন সময়ে অনুচ্ছেদ ১০ অনুসারে পর্যালোচনার পর প্রয়োজনীয় সাজুস বিধানের বিষয়ে পারস্পরিক ঐকমত্যের অভাব হলে ভারত ফারাক্কা ব্যারাজের নীচে অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত সূত্র অনুসারে প্রাপ্য বাংলাদেশের ভাগের অনূন্য শতকরা ৯০ ভাগ পরিমান পানি, যতদিন পর্যন্ত না পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রবাহ বন্টনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয়, ততদিন পর্যন্ত অবমুক্ত করে যাবে।

অনুচ্ছেদ - ১২

এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর কার্যকর হবে এবং ৩০ বৎসর সময়কালের জন্য বলবৎ থাকবে এবং এর পরে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এই চুক্তি নবায়ন করা যাবে।

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীদ্বয় স্ব স্ব সরকার কর্তৃক যথোপযুক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে, আমাদের সাক্ষ্য প্রতিফলিত করে এই চুক্তি স্বাক্ষর করছি।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯৬ইং তারিখে নয়া দিল্লীতে বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজী ভাষায় স্বাক্ষরিত হল। এই চুক্তি ব্যাখ্যা করতে কোন মতপার্থক্য দেখা গেলে এর ইংরেজী পাঠন ব্যবহৃত হবে।

স্বাক্ষরিত
শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাক্ষরিত
এইচ. ডি. দেব গৌড়া
প্রধানমন্ত্রী
প্রজাতন্ত্রী ভারত

সংলগ্নি ১

ফারাক্কায় পানির প্রাপ্যতা	ভারতের অংশ	বাংলাদেশের অংশ
৭০,০০০ কিউসেক বা কম	৫০%	৫০%
৭০,০০০ কিউসেক থেকে ৭৫,০০০ কিউসেক	অবশিষ্ট প্রবাহ	৩৫,০০০ কিউসেক
৭৫,০০০ কিউসেকের বেশী	৪০,০০০ কিউসেক	অবশিষ্ট প্রবাহ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ ও ভারত উভয়েই, ১১ই মার্চ থেকে ১০ই মে এই সময়কালে একটি বাদ দিয়ে একটি, এমনি করে গ্যারান্টিযুক্তভাবে ৩৫,০০০ কিউসেক পানি পাবে , সংলগ্নি ২ এ প্রদত্ত তফশিলে তা দেখানো হল।

সংলগ্নি ২

তফশিল

(১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে মে এই সময়কালে ফারাক্কাতে পানির বিভাজন।)

যদি প্রকৃত প্রবাহ ১৯৪৯ থেকে ১৯৮৮ সময়কালের গড় প্রবাহের অনুরূপ প্রবাহ হয় তাহলে, সংলগ্নি ১ এ প্রদত্ত সূত্র অনুসারে উভয় পক্ষের অংশ নিম্নরূপ হবে ঃ

সময়কাল		১৯৪৯-৮৮ সনের মোট প্রবাহের গড়, কিউসেকে	ভারতের অংশ কিউসেকে	বাংলাদেশের অংশ কিউসেকে
	০১-১০	১,০৭,৫১৬	৪০,০০০	৬৭,৫১৬
জানুয়ারী	১১-২০	৯৭,৬৭৩	৪০,০০০	৫৭,৬৭৩
	২১-৩১	৯০,১৫৪	৪০,০০০	৫০,১৫৪
	০১-১০	৮৬,৩২৩	৪০,০০০	৪৬,৩২৩
ফেব্রুয়ারী	১১-২০	৮২,৮৫৯	৪০,০০০	৪২,৮৫৯
	২১-২৮/২৯	৭৯,১০৬	৪০,০০০	৩৯,১০৬
	০১-১০	৭৪,৪১৯	৩৯,৪১৯	৩৫,০০০
মার্চ	১১-২০	৬৮,৯৩১	৩৩,৯৩১	৩৫,০০০ *
	২১-৩১	৬৪,৬৮৮	৩৫,০০০ *	২৯,৬৮৮
	০১-১০	৬৩,১৮০	২৮,১৮০	৩৫,০০০ *
এপ্রিল	১১-২০	৬২,৬৩৩	৩৫,০০০ *	২৭,৬৩৩
	২১-৩০	৬০,৯৯২	২৫,৯৯২	৩৫,০০০ *
	০১-১০	৬৭,৩৫১	৩৫,০০০ *	৩২,৩৫১
মে	১১-২০	৭৩,৫৯০	৩৮,৫৯০	৩৫,০০০
	২১-৩১	৮১,৮৫৪	৪০,০০০	৪১,৮৫৪

* ৩৫,০০০ কিউসেক গ্যারান্টিযুক্ত অংশ